লোকায়ুক্ত, পশ্চিমবঙ্গ

ভবানী ভবন, ৩য় তল, আলিপুর,

কোলকাতা-৭০০০২৭

আপনি জানেন কি ?

- যে কোন জনপ্রতিনিধি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে যে কোন মন্ত্রী এবং পঞ্চায়েত সদস্য পর্যন্ত, দুর্নীতি বা নিজ স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করেল প্রতিকারের জন্য আপনি সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় লোকায়ুক্তের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেন ।
- পশ্চিমবঙ্গ লোকায়ুক্ত আইন ২০০৩, যেটি ১লা ফেব্রুয়ারী ২০০৬ থেকে চালু হয়েছে, এই অধিকার ও সুযোগ আপনাকে এবং সমস্ত নাগরিককেই দিয়েছে ।

- উক্ত আইন পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতি বা নিজ স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তদন্ত করে তাদের শাস্তির বিধান সরকারের কাছে সুপারিশ করার ভার মাননীয় লোকায়ুক্তের উপর ন্যস্ত করেছে ।
- যে কোন ব্যক্তি, যাঁর ভারতীয় সংবিধানের ১২৪ ধারা অনুযায়ী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা আছে, উক্ত আইনে তাঁকে মাননীয় লোকায়ুক্ত নিয়োগ করা যায় ।
- বর্তমানে মহামান্য হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী সমরেশ ব্যানার্জ্জী মহাশয়কে মাননীয় রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় লোকায়ুক্ত নিযুক্ত করেছেন ।

- উক্ত আইন পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের দুর্নীতি বা নিজ স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তদন্ত করে তাদের শাস্তির বিধান সরকারের কাছে সুপারিশ করার ভার মাননীয় লোকায়ুক্তের উপর ন্যস্ত করেছে ।
- যে কোন ব্যক্তি, যাঁর ভারতীয় সংবিধানের ১২৪ ধারা অনুযায়ী মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা আছে, উক্ত আইনে তাঁকে মাননীয় লোকায়ুক্ত নিয়োগ করা যায় ।
- বর্তমানে মহামান্য হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রী সমরেশ ব্যানার্জ্জী মহাশয়কে মাননীয় রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় লোকায়ুক্ত নিযুক্ত করেছেন ।

কাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে পারেন ?

- মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও অন্য যে কোন মন্ত্রী
- যে কোন বিধায়ক
- জেলা পরিষদের সভাধিপতি ও সমস্ত নির্বাচিত সদস্য
- পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি এবং সহকারী সভাপতি ও অন্যান্য নির্বাচিত সদস্য
- গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান এবং উপ-প্রধান ও সমস্ত নির্বাচিত সদস্য
- সব পৌরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যান এবং নির্বাচিত কমিশনার
- সব পৌরনিগমের মেয়র এবং মেয়র পারিষদের সদস্য ও সমস্য নির্বাচিত কাউন্সিলার

কি কারণে অভিযোগ জানাতে পারেন ?

উল্লেখিত জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে যেসব কারণে আপনি অভিযোগ জানাতে পারেন, তা হল :-

১. দুর্নীতির/ নিজ স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ :-

উল্লেখিত জনপ্রতিনিধিদের কেউ তাঁর দায়িত্ব পালন করবার সময় দুর্নীতি করে অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে ক্ষমতা ব্যবহার করেন অথবা নিজ স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করেন তাহলে আপনি মাননীয় লোকায়ুক্তের কাছে নির্দিষ্ট ফর্মে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেন ।

২ ইচ্ছাকৃত ভাবে দায়িত্ব না পালনের অভিযোগ :-

এছাড়া উপরোক্ত জনপ্রতিনিধিদের কেউ যদি তাঁর কাজ করবার সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন না করেন যেটা তাঁর করা কর্তব্য যার ফলে আপনার উপর অবিচার হয় বা আপনি ক্ষতিগ্রস্থ হন বা সমস্যায় পড়েন তাহলেও প্রতিকারের জন্য আপনি মাননীয় লোকায়ুক্তের কাছে লিখিত অভিযোগ জানাতে পারেন ।

অভিযোগ পদ্ধতি

প্রথম ধাপ - অভিযোগকরণ

- লিখিত এবং স্বাক্ষরিত অভিযোগ পত্র

অভিযোগটি অবশ্যই লিখিত হতে হবে । এবং অভিযোগটি স্বাক্ষর করতে হবে । স্বাক্ষর করতে না পারেল বাম হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ দিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে অন্য কাউকে বকলমে স্বাক্ষর করতে হবে ।.

- অভিযোগ পত্রে অবশ্য উল্লেখ্য বিষয়

আপনার অভিযোগটির ভিন্ন ভিন্ন অনুচ্ছেদে আপনার নাম, ঠিকানা, পেশা, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর নাম, ঠিকানা ও পদ পরিস্কার করে লিখবেন ।

তার পরের অনুচ্ছেদে আপনার অভিযোগের বিশদ বিবরন দেবেন । পরের অনুচ্ছেদে যদি আপনার অভিযোগের কোন সাক্ষী থাকে, তার নাম, ঠিকানা দেবেন । পরের অনুচ্ছেদে যদি আপনার অভিযোগ প্রমাণ করবার জন্য কোন নথির উপর নির্ভর করে তার নকল আপনার কাছে থাকলে সেটি অভিযোগ পত্রের সঙ্গে দাখিল করবেন ।

যদি আপনার কাছে সে নথি না থাকে, তাহলে সেই নথি কোথায় পাওয়া যেতে পারে তার বিশদ বিবরন দেবেন ।

- অভিযোগ জানানোর সময়সীমা

যদি অভিযোগটি দুর্নীতি বা নিজ স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহারের জন্য হয় তাহলে উপরোক্ত জনপ্রতিনিধিদের যে কাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে চান, সে অভিযোগটি ঘটনার ৬ মাসের মধ্যে করতে হবে ।

যদি উক্ত সময়ের মধ্যে না করতে পারেন তাহলে কেন ৬ মাসের মধ্যে করতে পারলেন না সেটি উক্ত অভিযোগে জানাতে হবে ।

- অভিযোগ পত্রের ফর্ম

আপনার অভিযোগটি অনুমোদিত ফর্মে, যার নকল আপনি ডি.এম. অফিস, এস.ডি.ও. অফিস এবং ব্লক অফিসেও পাবেন, করাই বাঞ্চনীয় ।

- দ্বিতীয় ধাপ :- হলফনামা

প্রতিটি অভিযোগের সাথে অভিযোগকারীকে অবশ্যই একটি হলফনামা দাখিল করতে হবে । হলফনামাটি অনুমোদিত ফর্মে, যার নকল আপনি ডি.এম. অফিস, এস.ডি.ও. অফিস ও ব্লক অফিসেও পাবেন, করাই বাঞ্ছনীয় ।

তৃতীয় ধাপ :- অভিযোগ জমাকরণ

সঠিকভাবে অভিযোগপত্রটি পূরণ করার পর

হলফনামা সহ মুখবন্ধ করা খামে সরাসরি পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় লোকায়ুক্তের নিম্নলিখিত অফিসে নিজ বা অন্য কারোর মারফত সম্পূর্ণ বন্ধ খামে জমা দিতে পারেন অথবা ডাকযোগ বা ক্যুরিয়ার মারফত পাঠাতে পারেন ।

লোকায়ুক্ত, পশ্চিমবঙ্গ
ভবানী ভবন, ৩য় তল,
৩১/১ বেলভেডিয়ার রোড,
কোলকাতা-৭০০০২৭
দূরভাষ -০৩৩-২৪৫৬-৮৪৯৫/২৪৫৬-৮৪৯৬
ফ্যাক্স-০৩৩-২৪৫৬-৮৪৯৪

আপনার অভিযোগটি বন্ধ করা খামে ডি.এম. অফিস, এস.ডি.ও. অফিস, ব্লক অফিসেও জমা দিতে পারেন ।

আপনার অভিযোগটি যেখানে জমা দিয়েছেন উক্ত অফিস সেটি সরাসরি মাননীয় লোকায়ুক্তের অফিসে পাঠিয়ে দেবে ।

আপনার অভিযোগটি পেলে মাননীয় লোকায়ুক্ত তদন্ত করবেন । তদন্ত করে যে জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তিনি দোষী প্রমানিত হলে মাননীয় লোকায়ুক্ত তাঁর শাস্তির বিধান সরকাকরের কাছে সুপারিশ করতে পারেন এবং সেটা সরকারের মানা উচিত ।

উপরোক্ত আইন পশ্চিমবঙ্গবাসীকে এই অধিকার ও সু:যোগ দিয়েছে গণন্ত্রের ভিত মজবুত করতে । সুতরাং গণতন্ত্রের সুরক্ষার স্বার্থে আপনি এই অধিকার নির্ভয়ে প্রয়োগ করতে পারেন ।

অভিযোগ পত্রের নমুনা

পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় লোকায়ুক্ত সমীপেষু :-

১. অভিযোগকারীর নাম, ঠিকানা ও পেশা :

২. যে জনপ্রতিনিধি/জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হচ্ছে তাঁর/ তাঁদের নাম, ঠিকানা ও পদ উল্লেখ করতে হবে ।

৩. যে কাজ করতে গিয়ে জনপ্রতিনিধি দুর্নীতি করেছেন বা নিজ স্বার্থে ক্ষমতার অপব্যবহার করেছেন, সেই সবের পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে ।

আপনার অভিযোগটি যদি জনপ্রতিনিধি ইচ্ছাকৃত ভাবে তার কর্তব্য পালন না করার জন্য হয়, যার জন্য আপনার উপর অবিচার বা আপনি সমস্যায় পড়েন, সেই সবের পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে ।

৪. আপনার অভিযোগ প্রমাণ করবার জন্য আপনি যদি কাউকে সাক্ষী মানেন তাঁর নাম, ঠিকানা ও পেশার বর্ণনা দিতে হবে ।

৫. তদন্তের স্বার্থে যদি মনে করেন কোন সাক্ষীকে মাননীয় লোকায়ুক্তের সমন করার দরকার এবং কোন নথির তলব করার দরাকর, তাহলে উক্ত সাক্ষীর নাম, ঠিকানা, পদ ও পেশা এবং উক্ত নথির পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে ।

৬. উক্ত নথি যদি আপনার কাছে থাকে, তাহলে তার নকল অভিযোগ পত্রের সহিত দাখিল করতে হবে ।

৭. যদি উক্ত নথি আপনার কাছে না থাকে, তাহলে কোন্ জায়গায় বা কোন্ দপ্তরে বা অফিসে এবং কোন্ ব্যক্তির কাছে তা পাওয়া যেতে পারে তার পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে ।

৮. অভিযোগের বিষয়টি কোন আদালতে বা ট্রাইবুন্যালে বিচারাধীন আছে, কি নেই জানাতে হবে। যদি বিচারাধীন থাকে তাহলে সেই মামলার পূর্ণ বিবরণ দিতে হবে।

৯. উপরোক্ত বিবরণ ছাড়া যদি আর কোন মন্তব্য ও তথ্য অভিযোগের তদন্তের স্বার্থে প্রয়োজনীয় মনে হয় তার বিবরণ দিতে হবে।

স্থান -

তারিখ -

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর / বাঁ হাতের বৃদ্ধ আঙুলের ছাপ ও বকলমকারীর স্বাক্ষর

অভিযোগ পত্রটির হলফনামা

আমি শ্রী/শ্রীমতী ------------------- পিতা/ স্বামী-র নাম ----------------------- বয়স -----------বছর --------------পেশা -------------স্থায়ী ঠিকানা ------------------ বর্তমান ঠিকানা ------------ (গ্রাম/শহর/পোষ্ট অফিস/থানা/বাড়ির নম্বর যদি থাকে)

প্রতীজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে -

১) আমি উপরোক্ত অভিযোগকারী ।

২) আমি অভিযোগটির মানে এবং মর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছি/অভিযোগটি আমাকে শুনিয়েছেন এবং আমার মাতৃ ভাষায় বুঝিয়েছেন শ্রী/শ্রীমতী --------------, ঠিকানা, -----------------------, এবং আমি অভিযোগটির সম্পূর্ণ ভাবে মানে এবং মর্ম সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি । (যদি অভিযোগকারী লিখতে পড়তে না জানেন)।

৩) অভিযোগের ----- নং অনুচ্ছেদ থেকে --- নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আমার যে বক্তব্য, তাহা আমার জ্ঞানত সত্য । -------নং অনুচ্ছেদ থেকে ----- নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আমার যে বক্তব্য, তাহা আমি জেনেছি, শ্রী/শ্রীমতী ------------- (নাম ও ঠিকানা) কাছ থেকে যাহা আমি সদস্য বলে বিশ্বাস করি / আমি জানতে পেরেছি নথি থেকে যা আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি (নথি থেকে তথ্য পেলে তা কোন্ নথি থেকে পেলেন তাহা জানান) এবং --- নং অনুচ্ছেদ থেকে ---- নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আমার কথামত আমার নিবেদন ।

স্থান -

তারিখ -

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর / বাঁ হাতের বৃদ্ধ আঙুলের ছাপ ও বকলমকারীর স্বাক্ষর

আমরা একবার অভিযোগ পত্রটি বিস্তারিতভাবে দেখি:

অভিযোগ পত্রটির হলফনামা

আমি শ্রী/শ্রীমতী -------------------পিতা/ স্বামী-র নাম ---------------বয়স --------------- বছর ---------পেশা ---------স্থায়ী ঠিকানা --------------------বর্তমান ঠিকানা -------------(গ্রাম/শহর/পোষ্ট অফিস/থানা/বাড়ির নম্বর যদি থাকে)

প্রতীজ্ঞাপূর্বক বলিতেছি যে -

১) আমি উপরোক্ত অভিযোগকারী ।

২) আমি অভিযোগটির মানে এবং মর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবহিত আছি/অভিযোগটি আমাকে শুনিয়েছেন এবং আমার মাতৃ ভাষায় বুঝিয়েছেন শ্রী/শ্রীমতী ------------------ঠিকানা ----------------------, এবং আমি অভিযোগটির সম্পূর্ণ ভাবে মানে এবং মর্ম সম্বন্ধে অবহিত হয়েছি । (যদি অভিযোগকারী লিখতে পড়তে না জানেন)।

৩) অভিযোগের ---------------------------- নং অনুচ্ছেদ থেকে ------------------ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আমার যে বক্তব্য, তাহা আমার জ্ঞানত সত্য । -------------------- নং অনুচ্ছেদ থেকে ------------------ নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আমার যে বক্তব্য, তাহা আমি জেনেছি, শ্রী/শ্রীমতী -- (নাম ও ঠিকানা) কাছ থেকে যাহা আমি সদস্য বলে বিশ্বাস করি / আমি জানতে পেরেছি নথি থেকে যা আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি (নথি থেকে তথ্য পেলে তা কোন্ নথি থেকে পেলেন তাহা জানান) এবং ------------------------ নং অনুচ্ছেদ থেকে ---------------- নং অনুচ্ছেদ পর্যন্ত আমার কথামত আমার নিবেদন ।

স্থান -

তারিখ -

অভিযোগকারীর স্বাক্ষর / বাঁ হাতের বৃদ্ধ আঙুলের ছাপ ও বকলমকারীর স্বাক্ষর

****